সিলেট সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, সিলেট।

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী মেয়র সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন সভাকক্ষ
সভার তারিখ	: ১২ মে ২০২৪ খ্রিঃ
সময়	: সকাল ১১:০০ ঘটিকা
আয়োজনে	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন-কে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ২২ এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন জনাব চন্দন দাস, বাজার তত্ত্বাবধায়ক-২, সিলেট সিটি কর্পোরেশন। অতঃপর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে	মন্তব্য
০১	**আলোচনা-১ শোকপ্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনা।** এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শাহী ঈদগাহ, সিলেট-এর মোতাওয়াল্লী জহির বক্স, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ হানিফুর রহমানের পিতা মোঃ আছদ্দর আলী, ১৯ নং ওয়ার্ডবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আহমদের মাতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল ফজল, ৮নং ওয়ার্ডবাসী বিশিষ্ট মুরব্বী সিদ্দেক আলী, ২৫ নং ওয়ার্ডবাসী সিলেট মিডিয়ার সভাপতি, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট সাংবাদিক কবি আহমেদ বকুল, ২৫ নং ওয়ার্ডবাসী হাজী আব্দুল হান্নান চৌধুরী, ৮নং ওয়ার্ডবাসী কবির চৌধুরী, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী পাগল হাসান, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির প্রবীন নেতা ওয়াকিফুর রহমান, বিশিষ্ট লেখিকা যোবেদা খাতুন শিউলী, সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট আহমদুল হাসান, সিলেট নগরীর শিবগঞ্জস্থ মেসার্স মনোয়ার সিএনজি স্টেশন-এর এক্সিকিউটিভ পার্টনার ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার দেলওয়ার বখত, সিভিল সার্জন, সিলেট অফিসের চিফ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট মোঃ আলমগীর রেনু এবং সিলেট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এডভোকেট নাসির উদ্দিনের ছোট বোন জামাই, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের কোচ এ কে এম মাহমুদ ইমনের পিতা মজুমদারী পঞ্চায়েত কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি এ বি এম সাদেক জুনেদ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়।	১। উপস্থাপিত শোক প্রস্তাব গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	

	আলোচনা-২ গত ০৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ২য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ০৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মামলার বিষয়ে বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান জজ কোর্টে ৮৯টি, মহামান্য হাইকোর্ট ওসুপ্রিম কোর্টে ১৩৫টি মামলা চলমান আছে। সাবেক মেয়র মহোদয় জনাব আরিফুল হক চৌধুরী-এর নেতৃত্বাধীন ২০১৩ সালের পরিষদের মেয়াদকাল হতে বর্তমান মেয়র জনাব মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী-এর নেতৃত্বাধীন পরিষদের এপ্রিল/২০২৪ মেয়াদকাল পর্যন্ত মোট ১০ বছরের মামলা সংক্রান্ত সর্বমোট ব্যয় ১,৮২,২০,৪০০/- (এক কোটি বিরাশি লক্ষ বিশ হাজার চারশত) টাকা। মামলা বাবদ সিলেট সিটি কর্পোরেশন বছরে গড়ে ব্যয় করেছে ১৮,২২,০৪০/- (আঠার লক্ষ বাইশ হাজার চল্লিশ) টাকা। (খ) গত পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)-এর তথ্যানুযায়ী সভায় জানান ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৭, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৭ ওয়ার্ডে সিসিটিভি স্থাপন বাবদ ৩,২৫,৬৭,০০০/- (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা এবং ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ এবং ২৬ নং ওয়ার্ডে মেরামত বাবদ ১,৬৪,৬০,১৫০/- (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ ষাট হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা খরচ হবে। তিনি আরও বলেন গ্রামীনফোন এর পক্ষ থেকে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মৌখিক প্রস্তাব দিয়েছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। (গ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সীমান্তিক বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অনুরোধ জানান। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সীমান্তিকের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি আরবান হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট ২০০৭ সাল থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম প্রদান করে আসছে। প্রকল্পের শুরু থেকে বিডিং এর মাধ্যমে নির্বাচিত নির্বাচিত এনজিও সীমান্তিক সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২১টি ওয়ার্ডে ৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ১টি মাতৃসদন কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছে। প্রকল্প পরিচালক অফিস, ঢাকা-এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় এ প্রজেক্ট। প্রজেক্টের বিধি মোতাবেক স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রধান করে একটি ওয়ার্ড প্রাইমারী হেলথ কেয়ার কো-অর্ডিনেশন কমিটি করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনজিও এই কমিটিগুলো সক্রিয়ভাবে করে না। বিগত চুক্তি অনুসারে সীমান্তিকের মেয়াদ ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত আছে। কিন্তু স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রস্তাবনা অনুসারে এই প্রজেক্টের মেয়াদ আগামী ৩০শে জুন ২০২৫ এর জুন	১। ০৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় সাধারণ সভার সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মামলাসমূহে কাউন্সিলরদের সম্পৃক্ত করার এবং আইন শাখা এ বিষয়ে দ্রুত প্রস্তাবনা পেশ করারও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ৩। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত সীমান্তিকের কার্যক্রম চলমান রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও আইন সহকারী	

পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ৩০শে জুন ২০২৫ পর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ প্রকল্পের অর্থ প্রদান করে এডিবি। নির্বাচিত এনজিও এনজিও সীমান্তিক বিধি মোতাবেক প্রতি তিন মাস পর পর বিল সিলেট সিটি কর্পোরেশনে জমা করে। সিটি কর্পোরেশন এ বিল পরিশোধের সুপারিশ করে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করে এবং প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে সীমান্তিক বিল সরাসরি গ্রহণ করে। কাউন্সিলর জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান বলেন সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের কিছুদিন পরই নষ্ট হয়ে যায় এবং আর মেরামত করা হয় না। নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) বলেন ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ এবং ২৬ নং ওয়ার্ডে ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ খ্রি. ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। স্থাপন করার পর ০১ (এক) বছর সময় স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত করেন। সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার পর স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান অন্য কোন চুক্তি না করায় রক্ষনাবেক্ষণ কাজ করেননি। বর্নিত ওয়ার্ডে রক্ষনাবেক্ষণ কাজে ১,৬৪,৬০,১৫০/- (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ ষাট হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা প্রয়োজন। ফান্ড নিশ্চিত না হওয়ায় দরপত্র আহবান করা যায় নি। ৩, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৭, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৭ নং ওয়ার্ডে নতুন করে সিসিটিভি স্থাপন করতে ৩,২৫,৬৭,০০০/- (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা প্রয়োজন। বাজারে বিভিন্ন মান ও দামের ক্যামেরা পাওয়া যায়। বাজেট অনুসারে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। ১০ (দশ) টি ওয়ার্ডে নতুন করে স্থাপন করার জন্য ফান্ড নিশ্চিত না হওয়ায় দরপত্র আহবান করা যায়নি। বর্ধিত এলাকা (২৮-৪২) ওয়ার্ডে কোন প্রাক্কলন করা হয়নি। কাউন্সিলর জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল সিসিটিভি বিষয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আইটি শাখাকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন। কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স টেন্ডারের সাথে অফিসের কাউকে সম্পৃক্ত না করার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর বেগম মোছাঃ রেবেকা বেগম বলেন তাঁর ওয়ার্ডের বেশ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সড়কবাতি শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। কাউন্সিলর বেগম শাহানা বেগম শানু বলেন ১৩ নং ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা নাই। সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব আলতাফ হোসেন সুমন বলেন নতুন ওয়ার্ড সমুহে সিসিটিভি ক্যামেরা প্রদানের এবং সিটি কর্পোরেশনের প্রবেশদ্বারে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন সিসিটিভি ক্যামেরার সাথে সম্পৃক্ত লোকদের প্রয়োজনে পাওয়া যায় না।				

	কাউন্সিলর জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক) তাঁর ওয়ার্ডে কম্পিউটারের সাথে কালার প্রিন্টার দেয়া হয়নি কেন জানতে চান। কাউন্সিলর জনাব হুমায়ুন কবীর সুহিন ভালমানের টিউবলাইট সরবরাহের অনুরোধ জানান। সভাপতি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সব শাখাকে তাঁদের নিজস্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার কথা বলেন। নতুন ওয়ার্ডসমূহে সিসিটিভি স্থাপনের কাজ দ্রুত শুরু হবে। সিসিটিভির বিষয় তিনি নিজে মনিটরিং করবেন বলে জানান। সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের মিলে মিশে কাজ করার আহবান জানান।			
০৩	**আলোচনা-৩ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত ২৮-৪২ নং ওয়ার্ডের ধার্যকৃত হোল্ডিং কর অনুমোদন সংক্রান্ত আলোচনা।** কাউন্সিলর জনাব রাশেদ আহমদ বলেন তাঁর ওয়ার্ডে যে হারে কর নির্ধারণ করা হয়েছে তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন সিলেট মহানগরীতে স্থানীয় বাসিন্দাই বেশী। তাঁর ওয়ার্ডে ৮০ ভাগ জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছে। যাদের বাড়ি আছে তারা হয় ব্যাংক লোন নিয়ে অথবা আত্মীয়-স্বজনের সহযোগীতা গৃহ নির্মান করে তাতে বসবাস করছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা প্রশস্তকরণ বা ড্রেন নির্মাণেও জনগণ স্বত:স্ফুর্তভাবে জমি দান করেছে তা অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সর্বোপরি বিবেচনা করে তিনি ১-২৭টি ওয়ার্ডের রি এসেসমেন্টের বিষয় যুগোপযুগী পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী বলেন সবাইকে হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে। কাউন্সিলর জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ বলেন হোল্ডিং ট্যাক্স সহনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করে জনগণকে ট্যাক্স প্রদানে আগ্রহী করতে হবে। কাউন্সিলর জনাব আব্দুর রকিব বাবলু বলেন জনগণকে বুঝাতে হবে রিভিউ বোর্ডে আলোচনার মাধ্যমে রিএসেসমেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত কর কমানোর সুযোগ আছে। তিনি রিভিউ বোর্ডে বাইরের কাউকে অন্তর্ভুক্ত না করার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ বলেন কর নির্ধারণে অনেক ভুল থাকতে পারে। সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করলে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। কাউন্সিলর জনাব আব্দুল জলিল নজরুল বলেন তাঁর ২৭ নং ওয়ার্ডে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানসমূহে রি এসেসমেন্টের মাধ্যমে নতুন করে কর নির্ধারণের অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন রি-এসেসমেন্টের জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক টিম গঠনের অনুরোধ জানান। তাদের মাধ্যমে সরেজমিনে যাচাই	১। ২৮-৪২ নং ওয়ার্ডের এসেসমেন্টের কাজ আপাতত স্থগিত রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২। ক) ১-২৭ নং ওয়ার্ডের ধার্যকৃত হোল্ডিং করের আপত্তি ফরম জমা দেয়ার তারিখ ১৪ দিন বৃদ্ধি করে ২৮/০৫/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ৪ সদস্য বিশিষ্ট রিভিউ বোর্ড গঠন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং উক্ত বোর্ডে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখারও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা	

	বাছাই করে বাস্তবতার নিরিখে কর নির্ধারণ করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। কাউন্সিলর জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু রিভিউ বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কর পুনঃনির্ধারণ যাতে না হয় এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব হাজি মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান বলেন ২০০৩ এ নির্বাচিত হওয়ার পর সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার যে অবস্থা ছিল তা থেকে প্রতি নিয়ত উন্নয়ন হচ্ছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়েছে এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য অসংখ্য ড্রেন নির্মাণ করে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নগরের উন্নয়নে ট্যাক্স প্রদানের জন্য জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে। সভাপতি ২৮-৪২ নং ওয়ার্ডে রি-এসেসমেন্টের কাজ আপাতত স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেন। তিনি ১-২৭ নং ওয়ার্ডের ধার্যকৃত হোল্ডিং করের আপত্তি ফরম জমা দেয়ার তারিখ ১৪ দিন বৃদ্ধি করে ২৮/০৫/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বাড়ানোর এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য ৪ সদস্য বিশিষ্ট রিভিউ বোর্ড গঠন ও উক্ত বোর্ডে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখার প্রস্তাব দেন।			
০৪	**আলোচনা-৪ অস্থায়ী কোরবানীর পশুর হাট বিষয়ে আলোচনা।** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে অস্থায়ী পশুর হাট-২০২৪ স্থাপনের লক্ষে নির্ধারিত ও প্রস্তাবিত স্থান সমুহ পরিষদে উপস্থাপন করেন।। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী চৌকিদেখী পয়েন্ট সংলগ্ন খালি জায়গায় হাট না বসানোর অনুরোধ জানান। কাউন্সিলর জনাব আব্দুর রকিব বাবলু কাজির বাজার পশুর হাট যেন রাস্তার উপরে না বসাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানান। সভাপতি পূর্বে অস্থায়ী পশুর হাটসমূহ যেখানে বসতো সেখানেই বসানোর প্রস্তাব দেন। তিনি চৌকিদেখি পয়েন্ট সংলগ্ন খালি জায়গায় হাট না বসানোর কথা বলেন এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত ওয়ার্ডসমূহে হাট বসানোর সুবিধাজনক স্থান আছে কিনা তা খুজে দেখার অনুরোধ জানান।	আসন্ন কোরবানী ঈদ উপলক্ষে জনস্বার্থে ক) দক্ষিণ সুরমা ট্রাক টার্মিনাল সংলগ্ন খালি জায়গা, খ) সিলেট সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন এস ফল্ট মাঠ, গ) নতুন টুকের বাজার (তেমুখী সংলগ্ন খালি জায়গা), ঘ) শাহী ঈদগাহ খেলার মাঠের পিছনের অংশ, ঙ) মেজরটিলা বাজার সংলগ্ন খালি জায়গা, চ) শাহপরাণ (রহঃ) বাজার সংলগ্ন খালি জায়গা, ছ) মাছিমপুর কয়েদির মাঠের (পার্শ্বস্থ) খালি জায়গা এবং জ) টিলাগড় পয়েন্ট সংলগ্ন খালি জায়গা-এ অস্থায়ী কোরবানীর পশুর হাট স্থাপনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	
০৫	**আলোচনা-৫ সর্বজনিন পেনশন স্কিম বিষয়ে আলোচনা।** সভাপতি বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ে বিস্তারিত তোলে ধরেন। তিনি বলেন সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল বাংলাদেশী নাগরিক অংশ নিতে পারবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় পঞ্চাশোর্ধ নাগরিকগণও ১০ বছর নিরবচ্ছিন্ন চাঁদা প্রদান করলে আজীবন পেনশন সুবিধা পাবেন। প্রবাস থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত চাঁদার ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা পাওয়া যাবে। এ প্রনোদনার অর্থ তার চাঁদা	১। ক) প্রত্যেক কাউন্সিলর স্ব স্ব ওয়ার্ডে ২০০০ (দুই হাজার) জনকে সর্বজনীন পেনশন স্কীমের আওতায় আনবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) সর্বজনীন পেনশন স্কীমের বিষয়ে প্রচার প্রচারণাসহ আনুষঙ্গিক খরচের জন্য প্রত্যেক কাউন্সিলরকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও কাউন্সিলর (সকল)	

	হিসেবে জমা হবে। তিনি প্রত্যেক কাউন্সিলরকে স্ব স্ব ওয়ার্ডের কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) জনকে সর্বজনীন পেনশন স্কীমের আওতায় আনার কথা বলেন। তিনি বলেন এজন্য আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ প্রত্যেক কাউন্সিলরকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে প্রদান করা যেতে পারে। কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সিলেট নগরীতে মাইকিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়টি বুঝানোর উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড সচিবদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান।			
০৬	**বিবিধ আলোচনা-১** কাউন্সিলর জনাব মোঃ রুহেল আহমদ তাঁর ওয়ার্ডে টিসিবি কার্ড, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা কবে নাগাদ শুরু জানতে চান। কাউন্সিলর জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ ১ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও একটা বিল্ডিংয়ের অনুমোদন কেন হয়নি তা জানতে চান। কাউন্সিলর জনাব ফরহাদ চৌধুরী জানান তাঁর ৬নং ওয়ার্ডে একটি স্কুলের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও জায়গা এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। সভাপতি বলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত ওয়ার্ডসমূহের টিসিবির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	১। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত ওয়ার্ড সমূহের টিসিবি, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা যেতে পারে। ২। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সার্ভে করে সীমানা নির্ধারণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	
০৭	**বিবিধ আলোচনা-২** কাউন্সিলর জনাব রেজওয়ান আহমদ বলেন প্রত্যেক পরিষদ নির্বাচিত হওয়ার পরই ওয়ার্ড ভিত্তিক থোক বরাদ্দ করা হয়। তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক কাজ তরান্বিত করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে থোক বরাদ্দের অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন প্রত্যেক ওয়ার্ডে ৫০ লক্ষ টাকা করে থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করেন। উপস্থিত কাউন্সিলরবৃন্দ ১ কোটি টাকা করে থোক বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানান।	ওয়ার্ড প্রতি থোক বরাদ্দ বাবদ ১ কোটি প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী)
মেয়র
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০৭.২৩.৯৬২০/১৮ তারিখঃ ২১/০৫/২০২৪

সদয় অবগতির জন্যঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৩। পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট।
৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট।
৫। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, সিলেট।
৬। অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট।
৭-১১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপুর্ত অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর/বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।
১২। পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিলেট।
১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন অধিদপ্তর, সিলেট।
১৪। উপ-পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, সিলেট।
১৬। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট।
১৭। পরিচালক, বিআরটিএ, সিলেট।
১৮। ষ্টেশন ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিলেট।

২১/০৫/২০২৪

(মোঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০৭.২৩.৯৬২০/১৮/৫৬ তারিখঃ ২১/০৫/২০২৪

সদয় অবগতির জন্যঃ

১। ....কাউন্সিলর

সংরক্ষিত/ সাধারণ ওয়ার্ড নং.....সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

২১/০৫/২০২৪

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০০৪.০৬.০০৭.২৩.৯৬২০/১৮/৫৬(২৪) তারিখঃ ২১/০৫/২০২৪

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। মেয়রের সহকারী একান্ত সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬-২৩। ..... শাখা প্রধান, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪। সংশ্লিষ্ট নথি।

২১/০৫/২০২৪

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন

পৃষ্ঠ 'ক'

ভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

১. জনাব আব্দুল মুহিত জাবেদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২. জনাব দেলোয়ার হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩. জনাব মোঃ সিকন্দর আলী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪. জনাব হুমায়ুন কবীর সুহিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫. জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬. জনাব নজমুল হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৭. জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৮. জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৯. জনাব মোঃ তারেক উদ্দিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১০. জনাব শেখ তোফায়েল আহমদ সেপুল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১১. জনাব সায়ীদ মোঃ আব্দুল্লাহ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১২. জনাব ফখরুল আলম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৩. জনাব মোঃ আব্দুর রকিব তুহিন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৪. জনাব ফরহাদ চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৫. বেগম শাহানারা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৬. মোছাঃ হাজেরা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৭. জনাব আব্দুর রকিব বাবলু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৮. বেগম কুলসুমা বেগম পপি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১৯. জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক), কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২০. জনাব রেজওয়ান আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২১. জনাব রাশেদ আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২২. জনাব আলতাফ হোসেন সুমন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৩. বেগম শারমিন আক্তার রুমি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪. বেগম আয়েশা খাতুন কলি, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৫. বেগম সাজেদা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৬. বেগম ছামিরুন নেছা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৭. জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৮. মোছাঃ রেবেকা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৯. বেগম বাবলী আক্তার, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩০. জনাব লিটন আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩১. জনাব মোঃ রকিব খাঁন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩২. জনাব হাজি মোঃ মখলিছুর রহমান কামরান, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-১, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৩. জনাব মোঃ ফজলে রাব্বী চৌধুরী, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৪. বেগম ফাতেমা বেগম, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৫. বেগম সালমা সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৬. জনাব জগদীশ চন্দ্র দাশ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৭. জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বক্স, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-২, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৮. জনাব তাকবির ইসলাম পিন্টু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৯. জনাব মতিউর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪০. জনাব মোঃ রুহেল আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪১. বেগম শাহানা বেগম শানু, কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-৩, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪২. জনাব মোঃ রায়হান হোসেন, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৩. জনাব মোস্তাক আহমদ, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৪. বেগম নার্গিস সুলতানা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৫. জনাব মোঃ রিয়াজ মিয়া, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৬. মোছাঃ রুহেনা খানম মুক্তা, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৭. জনাব আব্দুল জলিল নজরুল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৮. জনাব হিরন মাহমুদ নিপু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৯. জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম শাকিল, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভায় উপস্থিত সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ:

১. জনাব আহাম্মদ আলী, ডিএডি, র‍্যাব-৯, সিলেট।
২. জনাব বিশ্বজিৎ শর্মা, সহকারী প্রকৌশলী, বিউবো, সিলেট।
৩. জনাব তৌফিকুল আহসান চৌধুরী, উপ মহা ব্যবস্থাপক, জালালাবাদ গ্যাস, সিলেট।
৪. জনাব মোঃ অলি-উর-রহমান, সহকারী প্রকৌশলী, সিলেট গণপূর্ত সার্কেল।